গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
অগ্নি শাখা-১
www.ssd.gov.bd

সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের উত্তম চর্চা (Best Practice) সর্ম্পকে অংশীজন/সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মল্লিক সাঈদ মাহবুব যুগ্মসচিব ও এপিএ টিম প্রধান
সভার তারিখ	:	১৪ ডিসেম্বর ২০২০
সময়	:	বেলা ১১.৩০ মিনিট
স্থান	:	সভাপতির অফিস কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'তে উপস্থাপন করা হলো।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উদেশ্যের "দাপ্তরিক কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম"-এ বর্ণিত অংশীজন/সেবাগ্রহীতাদের সমন্বয়ে আয়োজিত উত্তম চর্চা বিষয়ক অবহিতকরণ সভায় সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। সভাপতি জানান, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলা, মাদক নিয়ন্ত্রণ, সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনা এবং বিদেশ গমনাগমন টেকসই ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ সকল রুটিন কাজের পাশাপাশি কিছু উত্তম চর্চা অনুশীলন করে থাকে। সভাপতি দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিসহ উপস্থিত সবাইকে তাঁদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে প্রতিপালিত উত্তমচর্চা সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্য অনুরোধ জানান।

২। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রতিনিধি জানান, বাংলাদেশী নাগরিকদের বর্হিবিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করা এবং ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সকল সীমাবদ্ধতার মধ্যেও পাসপোর্ট এবং ভিসা সংক্রান্ত সকল নাগরিক সেবা কম সময়ে, কম খরচে এবং সহজ ও ঝামেলামুক্ত ভাবে প্রদানের জন্য পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংকের পাশাপাশি অন্যান্য ব্যাংকের মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন দাখিল, সপ্তাহে অন্তত: ১ দিন গণশুনানী আয়োজন করা, প্রতিটি অফিসে হেল্প ডেস্ক চালু করা, পাসপোর্টের আবেদনের উপর গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এসএমএস'র মাধ্যমে সেবা প্রার্থীদেরকে অবহিত করা, ফেসবুক পেজ চালু করা, মোবাইল টিম প্রেরণের মাধ্যমে গুরুতর অসুস্থ সেবা প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণসহ প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা, ভিসা সেবা প্রার্থীগণকে মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ইলেকট্রনিক কিউ ব্যবস্থা চালু করা, আওতাধীন অফিসসমূহের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য আইপি ফোনের মাধ্যমে সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে, পবিত্র হজ্জে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জরুরি ভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

৩। কারা অধিদপ্তর প্রতিনিধি জানান, সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনার জন্য সকল রুটিন কাজের পাশাাশি কারাগারে মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য "মাদকাসক্তি নিরাময় ইউনিট" চালু করা, পরিবারের সদস্যদের সাথে বন্দীরা যাতে একটি নির্দিষ্ট সময় মোবাইলে কথা বলতে পারে সেজন্য টাঙ্গাইল জেলে চালুকৃত "স্বজনলিংক প্রকল্প" অন্যান্য কারাগারে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, করোনা পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্যদের সাথে সপ্তাহে একবার নির্দিষ্ট সময় কথা বলার সুযোগ করে দেয়ার জন্য প্রতিটি কারাগারে টেলিফোন বুথ স্থাপন করা হয়েছে, প্রতিমাসে একবার বন্দিদের অভিযোগ/মতামত শোনার জন্য কারাবন্দিদের উপস্থিতিতে দরবার এর আয়োজন, সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার কারা মহাপরিদর্শক এর সাথে সকল শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভিযোগ/অনুযোগ শ্রবণ ও সমাধানে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, বন্দিদের শারীরিক উৎকর্ষ সাধনে কারাভ্যন্তরে শরীর চর্চার আয়োজন, মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সিলিং, নিরক্ষর বন্দিদের মৌলিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান, বন্দিদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ আয়োজন, বন্দিদের শ্রমে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ সংশ্লিষ্ট কয়েদি বন্দিদেরকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা, কারাভ্যন্তরে মায়ের সাথে থাকা শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং বন্দিদের আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য প্যারালিগ্যাল সার্ভিস চালুসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত করা হচ্ছে। এতে করে কারাগারসমূহকে সংশোধনাগারে পরিণত করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৪। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি জানান, মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নের জন্য দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনী কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সকল রুটিন কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের উত্তম চর্চাসমূহ প্রতিপালন করে হচ্ছে।

যেমন- মাদকাসক্তি চিকিৎসায় নিয়োজিতদের জন্য ইকো প্রশিক্ষণ চালু, এলইডি ডিসপ্লে এবং Billboard –এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মাদকবিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান, টিভিসি, শর্টফিল্ম, নাটক-নাটিকা, ডকুড্রামা, থিম সং ইত্যাদি এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রচার করা, মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে রক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব ও মাদকবিরোধী স্লোগানসহ আকর্ষনীয় ও দৃষ্টিনন্দন জ্যামিতি বক্স ও স্কেল বিতরণ করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে "মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব" সম্বলিত ফেস্টুন ও PVC Ambushed poster বিতরণ, প্রত্যেক উপজেলায় ১০ সদস্য বিশিষ্ট ভলান্টিয়ার টিম গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ, ফেইসবুক পেইজ চালু, সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা পরিধি বৃদ্ধি, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা ও গতিশীলতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ফিল্ড ফোর্স লোকেটর চালু করা, সরকারি চাকরিতে প্রবেশের পূর্বে ডোপ টেস্ট চালুর নিমিত্ত ডোপ টেস্ট বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৫। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রতিনিধি জানান, মনুষ্য ও প্রাকৃতিক সকল ধরণের দুর্যোগ মেকাবেলার পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীগণ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের অংশ হিসেবে পানিবাহী গাড়ি দ্বারা শহর এলাকায় পানিমিশ্রিত জীবাণুনাশক ছিটানো, বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতিতে মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিশেষভাবে সজ্জিত অ্যাম্বুলেন্স যোগে রোগী পরিবহন, দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসেবে কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরিকরণে কাজ শুরু এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসকারী শরণার্থীদের দুর্যোগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৬। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

(৬.১) দপ্তর/সংস্থার অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহ (Best Practice) প্রতিপালন অব্যাহত রাখতে হবে;

(৬.২) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহ (Best Practice) স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে বিস্তৃত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে; এবং

(৬.৩) স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে প্রতিপালিত উত্তম চর্চাসমূহের Pictorial প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৭। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৩.১২.২০২০
(মল্লিক সাঈদ মাহবুব)
যুগ্মসচিব
অগ্নি অনুবিভাগ
ও
এপিএ টিম প্রধান
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৫২.৩২.০০১.১৭- ৯১২

তারিখ : ০৮ পৌষ ১৪২৭ / ২৩ ডিসেম্বর ২০২০

বিতরণ (জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

০১। মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০২। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৩। অতিরিক্ত সচিব .... উইং (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।
০৪। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, বকশিবাজার, ঢাকা।
০৫। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৬। যুগ্মসচিব ....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৭। উপসচিব ....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৮। সিনিয়র সহকারী সচিব, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (মূল্যায়ন) শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব..............................(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। প্রোগ্রামার, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো)।

২৬/১২/২০২০
(জাহিদুল ইসলাম)
উপসচিব (অগ্নি শাখা-১)
ও
এপিএ ফোকাল পয়েন্ট